সমকাল

তারিখ 02 FEB 2016
পৃষ্ঠা 22 কলাম 6

চাই সুষম বিজ্ঞান শিক্ষা

সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী

সেরা তিনটি পুরস্কারই নিল রাজধানীর তিনটি ইংরেজি স্কুল। কিন্তু সামান্য ব্যবধানে চতুর্থ দলটি হলো দেশের উত্তর প্রান্তের অবহেলিত নীলফামারী জেলার কানিয়ালখাতা দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়। বিএফএফ-স্কলাস্টিকা-সমকাল আয়োজিত ২০১৬-এর বিজ্ঞান মেলায় রাজধানীর সেরা ৪০টি স্কুলের ঝকঝকে ইউনিফর্ম আর দর্শনীয় নগরভিত্তিক শত প্রকল্প নিয়ে প্রায় ৫শ' খুদে বিজ্ঞানীর মিলনমেলায় সাহস করেই অংশ নেয় রাজশাহী (গোদাগাড়ী), সাতক্ষীরা (শ্যামনগর) ও নীলফামারীর প্রত্যন্ত অঞ্চলের ৫টি স্কুলের ১১ খুদে বিজ্ঞানী। তাদের কারও কারও জন্য এটিই জীবনে প্রথমবারের মতো ঢাকায় আসা, স্বচক্ষে ইংরেজি মাধ্যমের সতীর্থ দেখা। বিজ্ঞান মেলার ধারণাটা তাদের বেশি দিনের নয়, বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে গত ৩-৪ বছর নিজেদের স্কুলে বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে তুলেছে তারা। স্কুলে পৃথক কোনো ল্যাবরেটরি নেই, স্যারদের সহযোগিতায় বিজ্ঞান ক্লাবের জন্য লাইব্রেরি বা কোনো রুমের কোনায় বসে, কখনওবা স্কুল মাঠের গাছতলায় একটু একটু করে বিজ্ঞানের চর্চা চলে তাদের। অনুপ্রেরণা দেন শিক্ষকরা, কিন্তু শিক্ষার্থীদের জীবনে আলো জ্বালবার মতো সক্ষমতাও নেই অনেক শিক্ষকের। আধুনিকতার চলমান গতিপথকে জানার সুযোগ তাদের নিতান্তই কম। এই সামান্য প্রস্তুতি নিয়েই ১১ খুদে বিজ্ঞানী অংশ নিল এবারের মেলায় এবং দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হলো মেলায় দর্শনার্থী, বিচারকদেরও। বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাই এই শিক্ষার্থীদের।

চতুর্থবারের মেলা হলেও এবারের আয়োজনের ভিন্নতা এখানেই। ৫শ' তরুণের সহপাঠী, বন্ধু-স্বজন, শিক্ষক, পরিবার-পরিজনকে বিজ্ঞানমনস্কতার এক আবহে বেঁধে ফেলতে এ আয়োজন; নতুন প্রজন্মকে বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তুলতে, প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের সামনে এগিয়ে আনতে এ প্রয়াস। সম্ভাবনার আলো রয়েছে প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের মধ্যেও। আমরা বিস্মিত হই যখন সিডর-আইলায় বিধ্বস্ত শ্যামনগরের হতদরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থী কষ্টে জমানো ১০টি টাকায় শখ না মিটিয়ে চাঁদা দেয় স্কুলের বিজ্ঞান ক্লাবে, আমরা উৎসাহিত হই কুড়িগ্রাম-নীলফামারীর দরিদ্র কৃষক বাবা যখন অতিকষ্টের টাকা সন্তানের হাতে তুলে দেন একটি প্রজেক্ট নিয়ে মেলায় অংশ নিতে, আমরা উৎসাহ পাই যখন সৃজনশীল মেধা অন্বেষণের পদকগুলো ছিনিয়ে নেয় মফস্বলের শিক্ষার্থীরা। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও এগিয়ে যাচ্ছে প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীরাও। শহরকেন্দ্রিক প্রতিটি চর্চাকেই নিয়ে যেতে হবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, সুযোগ করে দিতে হবে অনুন্নত-অবহেলিত এলাকার শিক্ষার্থীদের জন্য।

লেখক : নির্বাহী পরিচালক বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন (বিএফএফ)